১৭-১১-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - অন্তরে ও বাইরে সৎ আর পবিত্র হও। এখন আর কোনও প্রকারের অশ্লীল-নোংরা স্বভাব তোমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয়।"

প্রশ্ন :- বাবার থেকে পুরোপুরি বর্সা পাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে কোন্ কোন্ ধারণার প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখতে হবে ?

উত্তর :- (১) এই বিশেষ জন্মে বাবার সন্তান হয়ে এমন কোনও পাপ কর্ম করো না যেন - যার কারণে তোমাকে শত-গুণ বেশী সাজা ভুগতে হয়।(২) বাবা যেমন অতি মিষ্ট স্বভাবের, তোমাদেরও তেমনি বাবার মতনই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে, তাই মুখ থেকে যেন এমন কোনও কটু বচন না বেরোয়, যা অন্যের দুঃখের কারণ হতে পারে।(৩) দুঃখ হর্তা - সুখ কর্তার সন্তান হয়ে সবার দুঃখ দূর করতে হবে। মনসা-বচন-কর্মনার দ্বারা সবাইকে সুখ দিতে হবে। (৪) স্তুতি বা নিন্দা - উভয় পরিস্থিতিতেই নিজেকে সমান রাখতে হবে।

ওঁম্ শান্তি ! সদ্গুরুবারকে বৃক্ষপতি বারও বলা হয়। বৃক্ষপতি বার অর্থাৎ বাবার দিন। অমাবস্যার দিন তমসাচ্ছন্ন রাত পুরো হয়ে তারপর শুরু হয় দিনের। তখন থেকে চন্দ্রমাও উদয় হতে শুরু করে। এই সময়ে লোকেরা মৃত ব্যক্তির (পিতৃপুরুষদের) আত্মাদের খাইয়ে-দাইয়ে তুষ্ট করে, যাতে তাদের আর কোনও চাহিদা না থাকে। তাদের সবাইকেই তৃপ্ত করা হয়। একবার সেই সময় তারা যখন চলেই গেছে, তাদের আবার সেখান থেকে ডেকে আনার কি প্রয়োজন এই ঘোর রাত্রির অন্ধকার জগতে। পদ্ধতিটা এমনই, যে একবার চলে গেছে, তার আত্মীয়-স্বজন ১২ মাস পরে তাকে আবার (ডেকে এনে) খাইয়ে-দাইয়ে- সেই আত্মার সাথে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হয়। কিন্তু তাকে রাত্রির অন্ধকারে কেন ডেকে আনা হয়। যেহেতু, জাগতিক ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা এই আচার নিয়মের প্রচলন করেছে, সেটাই পরম্পরায় চলে আসছে। তারাও দক্ষিণা ইত্যাদি পেয়ে আসছে। এটাই হলো জাগতিক অমাবশ্যা। যেখানে বাবা আসেন বেহদের ঘোর অন্ধকারের অমাবশ্যাতে। বাবা এই সময়েই আসেন, যখন অন্ধকারের অর্দ্ধকল্প শেষ হয়, তখন। এরপর সত্যযুগে তো কেবল আলো আর আলোর রোশনাই। সেখানে মৃত পিতৃপুরুষের আত্মাদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর ব্যাপারই নেই। এই ব্যাপারটাই বেহদের ঘোর তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারের অমাবস্যা । ব্রহ্মার রাত্রি অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরও রাত। তার অবসান হলেই তো দিনের প্রকাশ। তাই সেই সময়ে সেখানে কেউ মৃত পিতৃপুরুষদের আত্মাদের কোনও কিছু খাওয়ায় না। বাস্তবে সেখানে তো ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বলে কিছু থাকেই না। তাই বলে এমনও নয় যে সেখানে কারও মৃত্যুই ঘটে না। কিন্তু এই ধরণের আচার-নিয়মই থাকে না সেখানে। জাগতিক এই দুনিয়ায় তো কত ধরণেরই ব্রাহ্মণ-পুরোহিত রয়েছে। তারাও সবাই চায়, একটাই বিশ্ব -একটাই জাতি হোক। কিন্তু এখন যেখানে এত বিপুল লোকসংখ্যা, সেখানে একটাই জাতি হওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, যখন সত্যযুগ ছিল, তখন কেবলমাত্র একটিই রাজ্য, একটাই রীতি-নীতি ছিল। যা বাবা এসে স্থাপনা করে দিয়ে যান। সেখানে সবাই খুবই মিষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকে। দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। কেউ কখনও কটু বচন বলে না, কোনও পাপকার্যও করে না। বর্তমানে যে যেরকম পুরুষার্থ করবে, আগামীতে সেই অনুসারে তার পদের প্রাপ্তি ঘটবে, তবে তা হবে ক্রমিক নম্বর অনুসারেই। সেখানে কি কেউ চুরি-চামারি ইত্যাদি কুকর্ম করবে, --অবশ্যই না। যেহেতু তাদের অন্তর ও বাহির সমান পরিস্কার থাকে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার লোকেদের অন্তরে এক ভাব আর

বাইরে আরেক (অন্য) ভাব। একজন অপরজনের কতই না লোকসান করে থাকে। এই নোংরা স্বভাবগুলিই রাবণ রাজত্বের অমঙ্গলের কারণ। বাবা সেগুলিকে একেবারেই নিঃশেষ করে দেন। কিন্তু সব মানুষই তো মূহুর্ত মধ্যেই সেই নোংরা স্বভাবকে পরিবর্তন করতে পারে না, তাতে সময় তো লাগবেই। যে যেরকম যোগের মধ্যে থাকতে পারবে, সে নিজেই নিজের প্রতিটি পদক্ষেপকে লক্ষ্য রেখে দেখতে পারবে যে আমি সেভাবে যোগের মধ্যে থাকছি কিনা এবং আমার দ্বারা কোনও পাপ কার্য তো হচ্ছে না। নিজে মিষ্ট স্বভাবের হয়ে, অন্যদেরকেও মিষ্ট স্বভাবের বানাতে হবে। কিন্তু আমি নিজেই যদি কটু স্বভাবের হই, তবে অন্যদের আর মিষ্ট স্বভাবের বানাবো কি করে ? এখানে তাদের মূহুর্তেই তা প্রত্যক্ষ করা যায়, যাকে লুকানো সহজ নয়। বাবা বলেন, আমার বাচ্চা হবার পর, তারপর কোনও উল্টো-পাল্টা কাজ করলে, তখন তো খুব কঠিন সাজাই পেতে হবে। নিজেদের পদ-মার্যদাও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ভগবান স্বয়ং এখানে বসে তোমাদেরকে ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াচ্ছেন- দেবতা বানাবার লক্ষ্যে। যেই দেবতাদের এত মহিমা কীর্তণ করা হয়ে থাকে - সর্বগুণ সম্পন্ন ..... অহিংসা পরম্ ধর্ম। হিংসা দু-প্রকারের। প্রথমতঃ কাম-বিকারের হিংসার জন্য মানুষেরা আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত্য দুঃখ পেয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ ক্রোধের বশে এসে একে অপরকে মারে, দুঃখ দেয় ও নিজেও দুঃখী হয়। তাই তো এখানে বাচ্চাদের শেখানো হয়, মনসা-বচন-কর্মনাতে এ ধরণের কোনও কার্য করো না। তোমাদের কারণে কেউ যেন কোনও প্রকারের দুঃখ না পায়। যেহেতু তোমরা দুঃখ হর্তা - সুখ কর্তার সন্তান । তাই সবাইকে সেই সুখের যুক্তির দিশা দেখাতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, কিভাবে তোমরা তাদের দুঃখকে হরণ করে সুখ দেওয়াতে পারো। কৃত কর্মের হিসেব-নিকেশ তো মিটাতেই হবে সবাইকে। তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, এই জন্মে তোমরা যা কিছু পাপ-কর্ম করেছো, তা বাবাকে বললে সেই পাপের বোঝা অর্দ্ধেক কমে যাবে। কিন্তু এত জন্ম ধরে যে পাপ-কর্ম করে এসেছো, সেই বিশাল পাপের বোঝা তো রয়েছে মাথার উপর। তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, এই জন্মে এমন কিছু করা উচিত নয়, যা পাপের কারণ হয়, যেহেতু এমনিতেই অনেক জন্মের জমা পাপকে ভষ্ম করতে হবে যোগবলের দ্বারা। এই জন্মে বাবার বাচ্চা হয়ে, কোনও পাপ-কর্ম করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ হতে না পারলে বাবার বর্সা পাওয়া যায় না। আর ইনি হলেন বাপ এবং দাদা। ওনার থেকেই তোমারা বর্সা পেয়ে থাকো। এনার থেকে নয়। ইনি নিজে কিছুই বলেন না। ইনি তো কেবল রথ মাত্র। এনার থেকে তোমরা কিছুই পাও না। যদিও এই রথেরও মাহাত্ব্য আছে। যেমন হুসেনেরও রথ বের হতো। তার ঘোড়াগুলিকেও কত সুন্দর ভাবে সাজানো হতো। এই রথ তো পতিত শরীরের। ইনিও কিন্তু সাজেন। উনি ওনার পুরুষার্থের গুনেই সেজে ওঠেন। এই নিমিত্তে বাবা এনাকে কোনও অনুগ্রহ করেন না। কখনও কখনও বাবা মজার ছলে বলে থাকেন - ওনার রথের ভাড়া তো উনিই পাবেন। কিন্তু, তোমাদের যেমন পুরুষার্থ করতে হয়, ওনাকেও তেমনি পুরুষার্থ করতে হয়। যদিও ভাড়া পাবার লালসা এনার নেই। এ নিয়ে তো বাবা কেবল মজাই করেন। আত্মাদের তো যোগবলের দ্বারাই সতোপ্রধান হতে হয়। যে যত বেশী পরিমাণে যোগ করবে, সে তত বেশী পবিত্র হতে পারবে আর অন্যদের সমানও হতে পারবে। তোমরা বাচ্চারা তো জানই, যে বাচ্চারা যত ভাল সেবা করতে পারে, তারা তত বেশী স্বনাম ধন্য হয়। বাবাও সেই সব বাচ্চাদের সেবা-কার্যে পাঠান। অতএব তোমাদের খুবই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। কারও সাথেই লড়াই-ঝগড়া করা চলবে না। ব্রাহ্মণ হয়ে কটু বচন বললে, লোকে বলবে - এর তো এখনও ক্রোধের ভূত রয়েছে। তাই স্তুতি ও নিন্দায় সমান স্থিতিতেই থাকতে হবে তোমাদের। অনেকের মধ্যেই এই ক্রোধের ভূত থেকে যায়। তাই সে অতি সহজেই রেগে যায়। কারণ এমনটা এখনও হয়নি যে সবার ক্রোধ দূর হয়ে গেছে। যতক্ষণ না সম্পূর্ণতা আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ময়লা ধীরে

ধীরে কম হতে থাকবে। এমন একজনও নেই যে জোরের সাথে বলতে পারবে সে সব রকমের ক্রোধের থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। কারও মধ্যে কম আবার কারও মধ্যে বেশী আছে। কারও কারও আওয়াজ ও ধরণ আবার এরকম যে, কথা বললে মনে হবে, সে যেন ঝগড়া করছে। বাচ্চাদের তো অতি মিষ্ট স্বভাবের হওয়া দরকার। এখানেই তো তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। বিকার তো অনেক প্রকারের হয়। ক্রোধ করা, মিথ্যে বলা এগুলি সবই বিকার। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, এখন যদি তোমরা কোনও বিকর্ম করো, তবে অনেক বেশী সাজা ভুগতে হবে তোমাদের। যেহেতু ওখানে দন্ড দেন ওনার সহযোগী -ধর্মরাজ। এখানে তো তোমরা প্রত্যক্ষ্য ভাবে শাস্তি পেয়ে থাকো। কিন্তু ধর্মরাজের সাজা হয় গুপ্ত ভাবে। যেমন, আত্মারা গর্ভ-জেলের সাজা ভুগে থাকে। কারও আবার অসুখ-বিসুখের সাজা ভুগতে হয়, যাকে কর্মভোগ বলা হয়। আত্মারা সাজা পেয়ে থাকে ধর্মরাজের দ্বারাই। পূর্ব কর্মের সাজাও ভুগতে হয়। তার সাথে বর্তমানেরটাও ভুগতে হতে পারে। এছাড়া গর্ভ-জেলের সাজা তো পেতেই হয়। যদিও তা গুপ্ত সাজা। ধর্মরাজ তো তার ধর্মপুরীতে কোনও সাজা দেন না। এই দুনিয়ায় তো শরীরের দ্বারা সাজা ভুগতে হয়। বাবা এসে আমাদেরকে সেই সাজা থেকে মুক্ত করান। পরমপিতা পরমাত্মা আর ধর্মরাজ বাবা দুজনেই হাজির এখন। যেহেতু বর্তমানের এই বিনাশের সময়কালে সবারই হিসেব-নিকেশ পুরো করতে হয়। তাই প্রত্যেকেরই বিচার হয়ে থাকে। এটাও অবিনাশী নাটকে পূর্ব নির্ধারিত। যা একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। অতএব তোমাদের সম্পূর্ণ তো হতেই হবে। তাই এখন থেকে আর কোনও পাপ-কর্ম কোরো না। যতটা পারবে বেশী করে নিজের কল্যাণের লক্ষ্যে পুরুষার্থ করতে থাকো। এ ভাবেই কল্প-কল্পান্তর ধরে চলে আসছে। লোকেরা জাগতিক যে পাঠ পড়ে, তা কেবল মাত্র এক জন্মের জন্য। আবার নতুন জন্মে নতুন করে অন্য যা কিছু পড়তে হয় তাদের। কিন্তু এই ঈশ্বরীয় পাঠ, যা মাত্র এই জন্মেই পড়ার সৌভাগ্য হয়, আর তা ২১ জন্মের জন্য। কারণ, অবিনাশী বাবা যে এই অবিনাশী পাঠ পড়িয়ে থাকেন, যার ফলে ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী পদেরও প্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য সেই বর্সার প্রাপ্তি ঘটে। বাচ্চারা তোমরা তো জানো, বর্তমানের জগৎটা তো পুরানো দুনিয়া। কিন্তু নতুন দুনিয়ায় একমাত্র ভারত-খন্ডেরই অস্তিত্ব থাকে। চক্রের নিয়মে তা আবার ঘুরে আসবে। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হলেই পুরোনো দুনিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হবে। এ তো কথিতই আছে, পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন করান। যে কার্যে প্রয়োজন ব্রাহ্মণদের। আর তাদের তো অবশ্যই যেমন পবিত্র হতে হবে তেমনি রাজযোগও শিখতে হবে। তাই আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারিরা পবিত্র থেকে পবিত্রতর হচ্ছি। বাবা কিন্তু ঘর-বাড়ী ত্যাগ করতে বলেন না। উনি বলেন সংসার-গৃহস্থালী ব্যাবহারে থেকেই কমল (পদ্ম) ফুলের মতন থাকতে হবে। এই "বাপদাদা" নামটাও খুব সুন্দর। দাদার (ব্রহ্মার) থেকেই বর্সার প্রাপ্তি ঘটে। যিনি পদ মার্যদায় উঁচু থেকেও অনেক উচ্চ স্তরের। এই ব্রহ্মাও একদা কখনও পতিত-অপবিত্র ছিলেন। আবার তিনিই কিন্তু ছিলেন সর্ব প্রথম শ্রেষ্ঠাচারী পূজ্য মহারাজা। অবশেষে উনিও পতিত-অপবিত্রে পরিণত হন। এটাই ওনার অন্তিম জন্ম। বর্তমানের এই দুনিয়াতে এমন একজনও নেই যাকে পবিত্র পাবন বলা যেতে পারে। নতুন দুনিয়াতে কেউ বাবাকে ডাকেন না। তা তো প্রবাদেও আছে যে, আত্মা আর পরমাত্মা পৃথক ছিল বহুকাল ..... এবার তো তোমরা এই কথার অর্থ মেলাতে পারছো। যারা সূর্যবংশী ঘরানাতে যাবে, তারা সর্বপ্রথম নিজেদের জন্য বর্সা নিতে এখানে আসবে। যখন কোনও আত্মা তার দেহ ত্যাগ করে, লোকেরা বলে তার স্বর্গ প্রাপ্তি হয়েছে। তবে তাকে আবার এই নরকের দুনিয়াতে ডাকার কি দরকার ? তাদের এসব কিছুই বোধগম্য হয় না। এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরা মারা গেলে তাদেরও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করে, আবার ভোগও নিবেদন করা হয়। যেখানে

তারাই বলে থাকে যে, জ্যোতি পরম-জ্যোতিতে মিলিয়ে যায় - তবে কেন আবার ভোগ নিবেদন করা হয়, মৃত্যু বার্ষিকী বা পালন করা হয় কেন ? শরীরের বিনাশ তো হয়েই গেছে, আত্মাও তো চিরতরে চলে গেছে, তবে আবার সেই আত্মাকে ডাকার কি দরকার! এছাড়া তা তো জ্যোতিতেই বিলীন হয়ে গেছে, তবে সে আবার আসবেই বা কি ভাবে ? এরকম কত বিভিন্ন মতই না আছে। আবার একথাও বলা হয় যে, যে মানুষেরা মোক্ষ পায়- তারা আর ফিরে আসে না। কেউ যদি মোক্ষ পায়, তবে তো তাতে আরও খুশী হওয়া দরকার, যেহেতু সে তার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট থেকে মুক্ত হতে পারে। সেই পর্যায়ে তাকে তো আর স্মরণ করাই উচিত নয়। কেবল মাত্র তোমরাই এসব জানো। মানুষ মাত্রই সবারই উচিত, সেই এক ও একমাত্র বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে থাকা। মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাসটাও আছে, প্রত্যেকেই একে অপরের ভাই। সুতরাং ভাইদেরও অবশ্যই বাবার বর্সা পাওয়া উচিত। যেখানে সব আত্মাদেরই সদ্গতিদাতা সেই একজনই। সব আত্মাদেরই এখন তাদের আপন ঘরে ফেরার পালা। কিন্তু, কোনও মানুষ কিভাবে অন্য মানুষের সদ্গতি করাতে পারে ? সবারই তো সদ্গতিদাতা কেবল একজনই। আর সেই কারনেই ওনার এত খ্যাতি। তিনিই সেই জ্ঞানের সাগর, আবার পতিত পাবনও তিনি। সেই বাবা স্বয়ং এসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। উনি সবাইকে রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করেন - যাকে বেহদের অমাবশ্যা বলা হয়। অর্দ্ধেক কল্প চলে বেহদের রাত, বাকী অর্দ্ধ কল্প বেহদের দিন। এটাই এই অবিনাশী নাটকের খেলার নিয়ম। ধর্মীয় সভা-সমাবেশগুলিতে যখন তোমাদের ডাকা হয় সেখানে বলার জন্য, কিভাবে শান্তি স্থাপিত হতে পারে, সেখানে তোমাদের বলা উচিত- এক ধর্ম, এক মত, তা তো কেবল সত্যযুগেই হয়ে থাকে। যা একদা এই দুনিয়াতেই ছিল, ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে। তখন সেখানে সুখ-শান্তি সবকিছুই ছিল। তখন বাকী সব আত্মারা শান্তিধামে থাকে। সেই নতুন দুনিয়াতে তখন কেবল একটাই ধর্ম থাকে। দুনিয়া পুরোনো হতে হতে কল্প-বৃক্ষের ডাল-পালাও অনেক বাড়তে থাকে। অর্থাৎ তখন অসংখ্য ধর্মেরও স্থাপনা হয়। বাবা ওঁনার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট অনুসারে এরপর আবার অনেক ধর্মের বিনাশ করে একটি মাত্র ধর্মের স্থাপন করান। শিববাবা স্বয়ং বলেন-"এটাই তো আমার কাজ। প্রতি কল্পে কল্পে এসে আমাকেই এই কাজ করতে হয়। আর এটাও সত্য যে, সত্যযুগের রাজধানী স্থাপনার জন্য, আমি এই সঙ্গমেই রাজযোগ শেখাই আর সব পতিতদেরই পবিত্র-পাবন বানাই।" তিনি আরও জানান, উনি আসেন যার অনেক জন্মের পর শেষ জন্মের অন্তিম সময়ে। যিনি পুরো ৮৪ বার জন্ম নিয়ে থাকেন। বলেন, "আমি এসে ওনার (ব্রহ্মার) শরীরের রথে অবস্থান করে, তোমাদেরকে এইসব বুঝিয়ে থাকি। যেহেতু বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো নতুন দুনিয়া নয়। তাই পুরোনো দুনিয়াতে এসেই আমি নতুন দুনিয়া পুনঃস্থাপন করি। পতিত দুনিয়াকেই পবিত্র দুনিয়া বানাই। আমার নাম-ই তো দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা। সুখের দিনে আমাকে কেউ ডাকে না। দুঃখেই কেবল আমাকে স্মরণ করে।" মানুষ অবশ্যই কখনও সুখ পেয়েছিল। বাবা জানাচ্ছেন, উনি তো পাঠ পড়াবার জন্যই আসেন এখানে। তাই এখন পঠন-পাঠনটা তোমাদের কর্তব্য। বর্তমান সময়ের মানুষেরা তো ঘোর তমসাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আছে। এর পূর্বে তোমরাও কিন্তু কিছুই জানতে না। বর্তমান সময়ে তো সমস্ত দুনিয়ার জীবন-তরী-ই দুঃখে নিমজ্জিত, তাই সবাই কত দূঃখী। তোমরাই সবাইকে ভব-সাগর পার করাবে। তবেই সবাই শান্তিধামে পৌঁছেতে পারবে। এইসব কথা বাচ্চারা কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে। আর তা থাকে নম্বরের ক্রমানুসারে। যে লাইট হাউস হতে পেরেছো, সে অন্যদেরকে দিশা দেখাতে থাকবে। যেহেতু, তাদের কর্ম-কর্তব্যই হলো অপরকে পথ দেখানো। বাবা যেভাবে বাচ্চাদেরকে পড়িয়ে থাকেন, তাতে তো তাদের স্থায়ী খুশীতে থাকা উচিত। যেমন, এখানে এসে তারা কত তরতাজা হয়ে ওঠে। বাইরে বেরোলেই তাদের সেই আনন্দের ঘোর হারিয়ে যায়। বাবার থেকে সম্পূর্ণ রূপে বর্সা নেবার গভীর

আগ্রহ থাকতে হবে। সর্ব কর্মেই প্রতি পদক্ষেপেই বাবার থেকে উপদেশ নিয়ে চলতে হবে। পূর্বে তীর্থ-যাত্রীরা যখন পায়ে হেঁটেই তীর্থ যেতো, খুব সতর্ক ভাবেই তারা যেতো। এখন তো সেখানে কত প্রকার বাস-ট্রেনেই যাওয়া যায়। এখন তো মায়ার হাজারো জাঁক-জমকে ঘিরে আছে। সত্যযুগেও খুব উন্নত ধরণের জাঁক-জমক থাকে, যা দ্বাপর থেকে তার মর্যাদা ও গৌরব হারাতে থাকে। আবার শেষের দিকে তার উত্থান হতে শুরু করে। একেই বলা হয় মায়ার পাম্প। যদি কাউকে বলো, চলো স্বর্গে যাবে - তখন তারা বলবে, আমরা তো এখানে সর্ব-প্রকার সুখেই আছি। মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদি সব কিছুই তো আছে এখানে। এটাই আমাদের স্বর্গ। ধন-দৌলত, গয়না-গাঁটি ইত্যাদি সবই তো আছে এখানে। এমন কি লক্ষ্মী-নারায়ণের যেমন গয়না-গাঁটি থাকে, তেমনও আছে। আমরা তো তেমন-ই পরতে পারি। যতই তাদের বোঝাও না কেন, তবুও তাদের সেই বিষের উপরেই নজর। বিষ (বিকার) ছাড়া তারা থাকতেই পারে না। বাবা তখন বলেন, তোমরা তো আমার কথা শুনছো-ই না, আমি কি বলতে চাইছি। তোমরা যদি পবিত্রই না হতে চাও, তবে এইভাবে আমাকে ডাকোই বা কেন, হে পতিত-পাবন আসো। তবে এটা অবশ্যই মনে রাখবে, এখন তা না মানলে, ধর্মরাজের দ্বারা কড়া সাজা তো পেতেই হবে। এই ভাবেও কত ভয় দেখানো হয়। তবুও অনেক বাচ্চাই বিকারের মধ্যেই থেকে যায়। তাদের কোনও ভয়-ডর-ই নেই, যদিও তাদেরকে হাজার চাবুক মারো না কেন, তবুও। সে সব কথা আর বলার নয়। এতে তাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে নিম্নে চলে যায়। যেখানে এখন তোমাদের উচিত পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পাওয়া। কিন্তু সঙ্গদোষের কারণে এমনই পতন হয় যে, তাদের নিজের পদেরই অবনতি ঘটে। তোমরা তো জেনেছো, এখন হীরে-জহরতের খনি গুলিও খালি হয়ে এসেছে। অবশ্য পরে তা আবার পরিপূর্ণ হবে। (স্বর্গে) সেখানে তো সোনা-হীরের পাহাড়ও থাকে। খোঁদাই করে যখন হীরে বের করা হয়, শুরুতে তো কেবল পাথর-ই দেখা যায়, কিন্তু তার থেকেই হীরেকে বের করে তাকে পরিস্কার ও পালিশ করে হীরে করা হয়। তোমাদেরও তেমনি জ্ঞানের শান-পাথরে ঘষে ঘষে কত উন্নত স্তরে ওঠানো হয়, তখন কতই না সুন্দর লাগো তোমরা! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ সুমনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তাঁর ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পুরাতনের বিনাশ ও নতুনের স্থাপনার সময় এটা। অতএব মোটেই কোনও পাপ-কর্ম করা উচিত নয়। স্ব-কল্যাণের লক্ষ্যে পুরুষার্থ করে যেতে হবে। খুবই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। ক্রোধকে ত্যাগ করতে হবে।

২) বাবার কাছ থেকে পুরোপুরি সম্পূর্ণ বর্সা নেবার আকাঙ্খা রাখতে হবে। প্রতিটা পদক্ষেপেই বাবার উপদেশ অনুসারে চলতে হবে। বাবার মতনই দুঃখ হর্তা - সুখ কর্তা হতে হবে।

বরদান :- সর্বদাই নিজের পুণ্যের খাতা জমা করা আর অপরকেও তা করানোর উপযুক্ত বালক (মাস্টার) শিক্ষক হও (ভব)!

আমরা মাস্টার শিক্ষক। মাস্টার বললে, স্বাভাবিক ভাবেই বাবার কথাই মনে হবে। যিনি সৃষ্টি -কর্তা তার কথা স্মরণে এলেই, আমি হলাম নিমিত্ত -- স্বাভাবিক ভাবেই এই স্মৃতি এসে যায়। বিশেষত এই স্মৃতি আসে যে, আমি পুণ্যাত্মা, পুণ্যের খাতা জমা করা আর তা করানো -- এটাই হল আমার বিশেষ সেবা। পুণ্য আত্মা তার সংকল্পে কখনও ১% (ভাগ) পাপও করে না। মাস্টার শিক্ষক অর্থাৎ বাবার মতনই সর্বদা পুণ্যের খাতা জমা করবে আর জমা করাবে।

স্লোগান :- যে সংগঠনের মাহাত্ম্যকে বোঝে সে সংগঠনের মধ্যে থেকেই নিজেকে নির্বিঘ্ন অনুভব করে।